গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
shahjadpur.sirajganj.gov.bd

স্মারক নং ০৫.৫০.৮৮৬৭.০০০.০৪.০০৮.২৪-৫৬ তারিখ- ১৭/০১/২০২৪ খ্রি.

২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ইজারার লক্ষ্যে আবেদন সংগ্রহের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২৩ জুন ২০০৯ খ্রি. তারিখের ভূঃমঃ/শা-৭/বিবিধ(জল)/০২/২০০৯-১৯১ নং স্মারকের নীতিমালা ও ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯ (অংশ-২)-৪৮ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী শাহজাদপুর উপজেলাধীন নিম্নে বর্ণিত বদ্ধ জলমহাল বাংলা ১৪৩১-১৪৩৩ সন পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছরের জন্য ইজারা প্রদানের নিমিত্ত ইজারা গ্রহণে আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ সমিতির নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে (খ) তফসিলে বর্ণিত তারিখ পর্যন্ত আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

(ক) জলমহালের নাম, তফসিল ও বাৎসরিক ইজারামূল্য:

ক্রঃ নং	জলমহালের নাম ও অবস্থান	মৌজা	পরিমান (একর)	সরকারী বাৎসরিক ইজারা মূল্য (১৪৩১-১৪৩৩)
০১	মশিপুর পুকুর	মশিপুর	১.২০	৭১৪০/-
০২	খারুয়া নন্দী জলা, পোতাজিয়া	পোতাজিয়া	১.৯০	১১৬৪৭/-

(খ) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০ একর পর্যন্ত (বদ্ধ) সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা সিডিউল:

ক্রমিক নং	তারিখ	গৃহীত কার্যক্রম
১.	০১ মাঘ থেকে ০৫ মাঘের মধ্যে	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় কর্তৃক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাধারণ আবেদনে ইজারার আবেদন আহবান।
২.	০৬ মাঘ থেকে ২৫ মাঘের মধ্যে	অনলাইনে ইজারার আবেদন দাখিল।
৩.	২৬ মাঘ থেকে পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল।
৪.	০৬ ফাল্গুনের মধ্যে	অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এবং দাখিলকৃত প্রিন্টেড কপি যাচাই-বাছাই।
৫.	১৫ ফাল্গুনের মধ্যে	উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন।
৬.	২৯ ফাল্গুনের মধ্যে	ইজারা অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদন।
৭.	০৭ চৈত্রের মধ্যে	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারাদেশ প্রদান ও ইজারাগ্রহীতাকে অবহিতকরণ।
৮.	২৩ চৈত্রের মধ্যে	ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কোডে সাকুল্যে ইজারামূল্য ও অন্যান্য সরকারী করাদি জমা প্রদান এবং ইজারাগ্রহীতার সাথে চুক্তি সম্পাদন।
৯.	০১ বৈশাখ	ইজারা গ্রহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেওয়া।

শর্তাবলী ঃ

১। যে সকল সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধনকৃত সে সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য অনলাইনে http://jm.lams.gov.bd আবেদন করতে পারবে।

২। অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্ট কপির সহিত আবেদন ফর্মের মূল্য বাবদ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা অফেরতযোগ্য বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে পে অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট (যে কোন তফশীলি ব্যাংক হতে) দাখিল করতে হবে।

৩। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন/সমিতি জলমহাল ইজারার জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

৪। জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে।

৫। আবেদনকারী সমবায় সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণ স্বরূপ উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজ সেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নসহ বিগত দুই বৎসরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রমাণের প্রয়োজন হবে না।

৬। প্রত্যেক আবেদনপত্রে উল্লিখিত দরের ২০% ভাগ অর্থ জামানত হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ এর অনুকূলে যে কোন তফসিলভূক্ত ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। টেন্ডার দাতার নিজ নাম ব্যতীত অন্যের নামের বিডি/পিও/ডিডি/সিডি জামানত হিসেবে গৃহীত হবে না।

৭। অনলাইনে আবেদন পত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা ঠিকানাসহ এবং কার্য নির্বাহী কমিটির ছবি সংযুক্ত করবেন।

৮। জলমহাল যিনি ইজারা পাবেন সে ইজারাদারকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জরের সাথে ৩০০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তি করতে হবে। চুক্তি নামার সকল শর্ত ইজারাদার মেনে চলতে বাধ্য থাকিবে।

৯। আবেদনপত্র অনুমোদনের পর আবেদনে উল্লিখিত সমুদয় অর্থ, দরের ১০% আয়কর ও ১৫% ভ্যাট নির্ধারিত কোডে জমা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিলসহ জমাকৃত জামানত বাজেয়াপ্ত করে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হবে।

১০। দরপত্রের মাধ্যমে ইজারাকৃত জলমহালটি কোন ক্রমেই সাব লীজ দেয়া/ অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠিকে হস্তান্তর করা/অন্য কোন উপায়ে ব্যবহার করা যাবে না। করলে ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১১। ইজারা গ্রহীতা ইজারা সংক্রান্ত বিষয়ে অথবা ইজারার টাকা জমা প্রদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সাথে কোন প্রকার প্রতারনা করলে/ভুল তথ্য দিলে/কাউকে প্ররোচিত করলে তার টেন্ডার বাতিল করা হবে এবং কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

১২। ইজারাগ্রহীতা মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠনের কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে, পূর্বে কোন জলমহারের ইজারা মূল্য পরিশোধ খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতির ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৩। যে সকল নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠন ইতোপূর্বে দুটি জলমহাল ইজারা গ্রহণ করেছেন সে সকল সমিতি /সংগঠনকে অত্র জলমহালের ইজারা প্রদান করা হবে না।

১৪। সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধি বিধান এবং ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন সময়ে ইজারার বিষয়ে কোন নতুন শর্ত আরোপ, সংযোজন এবং সংশোধন করার ক্ষমতা রাখেন।

১৫। উপরোক্ত যে কোন শর্ত খেলাপ করলে বা পালনে ব্যর্থ হলে ইজারা বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই ইজারা বাতিল করা হবে এবং ইজারার সমূদয় টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।

১৬। ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন বা সকল টেন্ডার বাতিল বা গ্রহণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১৭। অন্যান্য শর্তাবলী সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।

১৮। ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

১৯। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা যাবে না

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ কামরুজ্জামান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
আহ্বায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ